দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 APR 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

3

12

14 APR 1989

শিক্ষাঙ্গন

নিরক্ষরতা ও প্রাথমিক শিক্ষা

দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম নয়। জানা গেছে যে, ৪০ হাজারের অধিক বিদ্যালয় সরকারীভাবে চালু রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ সরকারী কর্মচারী হয়ে বিশেষ বেতন ও ভাতা পাচ্ছেন। কিন্তু পড়াশুনার হাল-হকিকত দেখলে আফসোস করতে হয়। বেতন বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষকগণ মোটেই সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছেন না। এর ফলে, বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা হাজির হলেও তাদের পড়াশুনা মোটেই হয় না, শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতার কারণে। এর ফলে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে গিয়েও নিরক্ষর হয়ে কাল কাটায়। পল্লী এলাকার ৯৫ ভাগ বিদ্যালয়ে এ অবস্থা বিরাজ করছে।

স্বাধীনতার পর স্থানে স্থানে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়লেও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পায়নি। দেশের পল্লী এলাকার বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয় বিভিন্ন ব্যক্তিস্বার্থে।

যার ফলে, নিরক্ষরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যাপক হারে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী ৫ম শ্রেণীতে উঠার আগেই বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যায়। এর ফলে, তারা তাদের নামধামও লিখতে-পড়তে পারে না। তথাকথিত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও কোন ফলই হচ্ছে না। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে যেসব ভেন্‌সার বিদ্যালয় রয়েছে, ওগুলোর অবস্থা আরও করুণ। খাতাপত্রে ওগুলো ১৫/২০ বছর ধরে চালু থাকছে দেখানো হচ্ছে, কিন্তু ওগুলো বহুকাল ধরে তালাবদ্ধ রয়েছে। চালু সরকারী বিদ্যালয়গুলো ২/১ দিন চললেও সপ্তার বাকি দিনগুলো চলছে না, শিক্ষকদের গাফিলতির কারণে। তা হলে, ওগুলোর জন্য বড় বড় ইমারত নির্মাণের ফায়দা কি? বৃটিশ আমলে এমন কোন কোটি টাকার ঘর-দোর ছিল না। তবুও উন্নত মানের পড়াশুনা হতো। সময় সময় গাছতলায়ও সঠিকভাবে বিদল্যায়গুলো চলতো। শিক্ষকরা ৮/১০ টাকা বেতন পেয়েও কাজে ফাঁকি দিতেন না।

দেশের সব বিদ্যালয়ে ৫টি শ্রেণী রয়েছে বটে, কিন্তু ওগুলোর ১ম ও ২য় শ্রেণীতেই ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। অন্য শ্রেণীতে ২/১ জনের বেশী নেই। সঠিকভাবে জরিপ চালালে এ সত্য সহজেই অনুধাবন করা সম্ভব। কেননা, উপরের শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী নেই। এর কারণ, শিক্ষক স্বল্পতা। পল্লীর ৮৫ ভাগ বিদ্যালয়ে ২/১ জনের বেশী শিক্ষক নেই। এ অবস্থায় ৫টি শ্রেণী রাখার সার্থকতা কি? এতে নিরক্ষরতাই সৃষ্টি হচ্ছে; আদৌ লেখাপড়া হচ্ছে না।

আমরা মনে করি, নিরক্ষরতা দূর করতে হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ২টি শ্রেণীতে ভাগ করা অত্যাবশ্যক। ১ম ও ২য় শ্রেণী নিয়ে এক শ্রেণী এবং ৩য় শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী নিয়ে অপর এক শ্রেণীর বিদ্যালয় চালু করা উচিত। ছোট ও বড় এলাকার নিরিখে এ ব্যবস্থা প্রবর্তন একান্ত অপরিহার্য। আর দেশে এমনও গ্রাম রয়েছে যেগুলোতে একাধিক বিদ্যালয় আছে। এ দু'টির দূরত্ব আধ ফার্লং-এরও বেশী নয়। তবুও বিদ্যালয় দু'টি একত্রীকরণ করে চালু করা হচ্ছে না। এছাড়া, পাশাপাশি গ্রামে আধ মাইলের মধ্যেও একাধিক বিদ্যালয় রয়েছে। ওগুলোর অবস্থাও অচল বলা চলে। ২/৩ গ্রামের পাশাপাশি বিদ্যালয়গুলো একত্র করে চালু করার কি কোন অসুবিধা আছে? এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে শিক্ষকসংকট দূর হতো এবং নতুন শিক্ষক নিয়োগের কোনই প্রয়োজন পড়তো না।

আমাদের মতে, পল্লী এলাকার বিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষক দিয়ে চালু করতে পারলে ৮৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া শিখতে পারবে। চালু বিদ্যালয়গুলোকে অচল রেখে যেমন বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন স্কীম অচল হবে, তেমনি দেশ থেকেও নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্ভব হবে না শত বছরে, হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেও। আমরা মনে করি, নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২ জন করে শিক্ষিত বেকার যুবককে বেসরকারী শিক্ষক নিয়োগ করা উচিত। দেশে যেসব বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে সেগুলোকেও সঠিকভাবে পরিচালিত করতে হবে। আর এর মাধ্যমেই দেশে নিরক্ষরতার সংখ্যা হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়।

—এম, এ, বশীর।